যুগান্তর

তারিখ ... 22 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

মূল তালিকার ভর্তি শেষ আজ

বিভিন্ন কলেজে তালিকার বাইরে ভর্তির অভিযোগ

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকারের ভর্তি ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কিছু কলেজ শিক্ষার্থী ভর্তি করছে। আজ পর্যন্ত মূল তালিকার শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার কথা। কিন্তু শুধু অপেক্ষমাণ তালিকারই নয়, কোনো তালিকায় নেই— এমন শিক্ষার্থীদেরও ভর্তি করা হচ্ছে। এমনকি কোনো কোনো কলেজ ভর্তির আবেদন না করা ছাত্রছাত্রীদেরও ভর্তি করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান মঙ্গলবার দুপুরে যুগান্তরকে বলেন, একটি কলেজের ব্যাপারে আমরা এমন অভিযোগ পেয়ে সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষকে তলব করেছিলাম। ওই অধ্যক্ষ অবশ্য জানিয়েছেন, তারা কাউকে ভর্তি করছেন না। তবে অপেক্ষমাণ তালিকায় আছে এবং ভর্তির সুযোগ হবে— এমন সম্ভাব্য কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর কাগজপত্র তারা জমা নিয়েছেন, ভর্তি নয়। এছাড়া আর কোনো কলেজে এ ধরনের ভর্তি করার অভিযোগ পাওয়া যায়নি।'

তবে ঢাকা বোর্ডেরই একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

তালিকার বাইরে ভর্তি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

রাজধানীর ডেমরার একটি প্রাইভেট কলেজ, মিরপুরের একই ধরনের প্রাইভেট কলেজ এবং ধানমণ্ডির একটি আধা এমপিওভুক্ত কলেজ মূল তালিকার বাইরে শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে। এক্ষেত্রে ডেমরার কলেজটির বিরুদ্ধে অভিযোগ বেশি। ওই প্রতিষ্ঠানটি ভর্তির মূল মেধা তালিকা প্রকাশের আগে থেকেই শিক্ষার্থী ভর্তি নিচ্ছে ঘলে অভিযোগ পেয়েছেন বোর্ডের কর্মকর্তারা। এ কলেজটির বিরুদ্ধে পাবলিক পরীক্ষায় 'অ্যারেঞ্জড' নকলের অভিযোগও আছে।' এ বিষয়ে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান যুগান্তরকে বলেন, যদি কোনো কলেজ এমন ভর্তি করে, তবে অবৈধ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করা হবে না। কেননা ভর্তির বিধানই হচ্ছে, প্রত্যেককে (শিক্ষার্থী) অনলাইনে নিশ্চায়ন করতে হবে। তাই অনলাইনে যেই শিক্ষার্থীর তথ্য আপলোড হবে না, তার ভর্তিও সম্পন্ন হবে না। এমন শিক্ষার্থী এবং কলেজ দুটিই বিপদে পড়বে। ১৮ জুন মূল তালিকার শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়। আজ এ তালিকার ভর্তি শেষ হওয়ার কথা। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট মনজুরুল কবীর যুগান্তরকে জানিয়েছেন, মূল তালিকার ভর্তি শেষে প্রত্যেক কলেজের শূন্য আসন বের করা হবে। এরপর শূন্য আসনের বিপরীতে ২৪ জুন অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করা হবে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, অপেক্ষমাণ তালিকায় আমরা শূন্য আসনের সংখ্যার কিছু বেশি ছাত্রছাত্রী মনোনয়ন দেব। কেননা এক কলেজে যে অপেক্ষমাণে আছে, আরেক কলেজে সে মেধা তালিকায় ছিল। এমনকি একাধিক কলেজে অপেক্ষমাণ তালিকায় থাকতে পারে। এ অবস্থায় হতে পারে। এ ধরনের শিক্ষার্থী মূল তালিকার কলেজে বা অপেক্ষমাণ একাধিক কলেজের একটিতে ভর্তি হবে। এই প্রক্রিয়ায় কলেজপ্রতি বিপুল সংখ্যক আসন খালি থাকবে। এ বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়েই অপেক্ষমাণ তালিকায় কিছু বেশি শিক্ষার্থীকে মনোনয়ন দেয়া হবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. মো. আশফাকুস সালেহীন যুগান্তরকে বলেন, কোনো শিক্ষার্থী ভর্তির বাইরে থাকবে না। প্রথম অপেক্ষমাণ তালিকায় জায়গা না হলেও দ্বিতীয় তালিকায় হবে। তাই তিনি শিক্ষার্থীদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান, প্রথম অপেক্ষমাণ তালিকার শিক্ষার্থীদের ভর্তি ২৫ থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত চলবে। এরপর যেসব কলেজে আসন খালি থাকবে সেসব আসনে ২৮ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ভর্তি হওয়া যাবে। ২৮ জুনের পর এ ভর্তি উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। যে শিক্ষার্থী কোথাও ভর্তি হতে পারেনি বা যে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন করেনি, সে এ প্রক্রিয়ায় শূন্য আসন খুঁজে ভর্তি হতে পারবে। কলেজে ক্লাস শুরু হবে ১০ জুলাই। বিলম্ব ফি দিয়ে ১০ থেকে ২০ জুনের মধ্যে ভর্তি হওয়া যাবে।

১৬ জুন প্রকাশিত মূল তালিকা অনুযায়ী কলেজে ভর্তির জন্য ৯ লাখ ৬০ হাজারের মতো শিক্ষার্থী মনোনীত হয়েছিল। ৩ লাখ ২০ হাজারের মতো আবেদনকারী অপেক্ষমাণ তালিকায় রয়েছে। এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১৪ লাখ ৫৫ হাজার ৩৬৫ জন শিক্ষার্থী পাস করে। এদের মধ্যে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য আবেদন করেছে ১৩ লাখ এক হাজার ৯৯ জন। আর সারা দেশে কলেজ-মাদ্রাসায় ২১ লাখ ১৪ হাজার ২৫৬টি আসন আছে। বাকি ৭ লাখের বেশি আসন ফাঁকা থাকবে।